দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL. 6 1999
পৃঃ ১ কলাম ১

৭।

'মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ কেন' শ্লোগান দিয়ে মন্ত্রীর উপর চড়াও

চট্টগ্রামে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী লাঞ্ছিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ গতকাল আন্দর কিল্লা জামে মসজিদে একদল উচ্ছৃংখল মুসল্লির হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম। আসরের নামাজশেষে প্রতিমন্ত্রী বেরিয়ে যাওয়ার সময় এ অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটেছে। মন্ত্রীকে উদ্ধার করতে পুলিশকে ব্যাপক লাঠিচার্জ করতে হয়। পুলিশের সাথে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জে পুলিশসহ ২০ জন আহত হয়েছে।

পাহাড়তলি ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটি অনুষ্ঠানশেষে প্রতিমন্ত্রী জামে মসজিদে আসরের নামাজ পড়তে যান। নামাজশেষে ইমাম মন্ত্রীর সকাশে মসজিদের কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরলে মন্ত্রী তা অবিলম্বে বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন। এরপর তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একদল মুসল্লি 'মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ কেন? মাদ্রাসায় অনুদান বন্ধ কেন' বলে শ্লোগান দিতে শুরু করলে মন্ত্রী তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা হয়নি এবং নিয়মিত মাদ্রাসাগুলোর কোন অনুদানও বন্ধ করা হয়নি। কিন্তু এরপর ঐ মুসল্লিরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে গালি শুরু করেন। কেউ কেউ পায়ের জুতো খুলে মন্ত্রীর দিকে মসজিদের ভেতর থেকে নিক্ষেপ করেন। বাইরে পাহারারত পুলিশ ঘটনা টের পেয়ে মন্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে গেলে উচ্ছৃংখল ঐ মুসল্লিরা মসজিদের নিচে নেমে পাশের ফলের দোকান থেকে আম ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রী ও সাধারণ মুসল্লিরা হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। সাধারণ মুসল্লিরা প্রাণভয়ে এদিক ওদিক দৌড়াতে থাকেন। পরে কর্তব্যরত এক সার্জেন্ট আরো পুলিশসহ লাঠিচার্জ করতে করতে উচ্ছৃংখল মুসল্লিদের ছত্রভঙ্গ করে মন্ত্রীকে পাঁজাকোলা করে উদ্ধার করে নিয়ে

চড়াও ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

চড়াও ঃ মন্ত্রীর উপর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আসেন।

কোতোয়ালি থানা পুলিশ জানায়, ঘটনার খবর পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত এক প্লাটুন পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বেশ কয়েক ঘণ্টা পুলিশ সেখানে অবস্থান করে। আন্দর কিল্লা জামে মসজিদটি দীর্ঘদিন ধরে জামাত-শিবিরের ঘাঁটি বলে পরিচিত।